জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০·০—

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—৬ই আষাঢ় বুধবার ১৩৫৭ ইংরাজী 21st June. 1950 | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চূণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর
জঙ্গিপুর বাবুবাজার

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

প্রতিশ্রুতি

বসন্তের মুকুল আনে বর্ষাদিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অখণ্ড আনন্দের প্রতিশ্রুতি। আপনার জীবনেও সেই প্রতিশ্রুতি আনতে পারে আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি,—যার অভাবে মানুষের জীবন ক্রমশঃ দুর্বহ হয়ে উঠে প্রতিদিনের অভাব ও লাঞ্ছনায়।

জীবন-বীমার প্রতিশ্রুতিতে আপনার বর্তমান আশা ও উৎসাহে ভরে উঠবে, নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তায় ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল ও শান্তিময়। হিন্দুস্থানের বীমাপত্র দীর্ঘ ৪৩ বৎসরকাল এই প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছে দেশবাসীর ঘরে ঘরে।

আপনাকে জীবনের অবশ্য কতব্য পালনে সহায়তা করবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই প্রস্তুত। আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

পলিসি চুরি গিয়াছে

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে গত ১৯৪৯ সালের জুন মাসে আমার অন্যান্য জিনিষ-পত্র সহ "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড" এর ৪২৮৬৪৭নং পলিসিখানাও চুরি গিয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
পোঃ নয়নসুখ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৫৭ সাল।

ধনসম্পদ ও বনসম্পদ

—:০:—

যখন কোনও বিদেশী আক্রমণকারী ভারত অধিকার করিতে পারে নাই, তখন হইতে ভারতের ধনসম্পদ ভারতের বাহিরের লোকের কাছে লোভ-নীয়। রাজ্যের ধনসম্পদ রাজকোষেই সকলের দৃষ্টির অগোচরে রক্ষিত হয়। ধনী ব্যবসায়ীদেরও ধন-রত্নাদি তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকারে গোপনেই থাকে। সুতরাং ধনসম্পদ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। এক জনের ধনসম্পদ অন্যের অনুমানের বস্তু।

ভারতের বনসম্পদ চির গৌরবের। বনজ তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ মহীরুহ পর্য্যন্ত সমস্তই স্বভাবজ। মৃত্তিকার প্রকৃতিদত্ত গুণে ইহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। আর্য্য ঋষিগণ এই সমস্ত লতা বৃক্ষ পরিশোভিত অরণ্যের মধ্যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া শিষ্যগণকে লইয়া বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির প্রণয়ন, আলোচনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিয়া জগতের মধ্যে ভারতকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়া গিয়াছেন।

আজ নৈমিষারণ্য নাই। তবে অরণ্যবহুল ভারত তাহার স্বভাবজ বনসম্পদে সম্পন্ন হইয়াই ছিল। গত দুই শত বর্ষ ইংরাজ জাতির অধীনে থাকিয়া ভারত যে তথাকথিত সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কত অরণ্য নির্ম্মূল হইয়া নগরে পরিণত হইয়াছে। যে সমস্ত বন বনই আছে তাহা ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের (বন বিভাগের) আইনের অধীন হইয়া অধীন ভারতের অধীনতা শৃঙ্খলের আর একটী শৃঙ্খল বৃদ্ধি করিয়াছে।

যখন যাহার শাসনাধীনে যে রাজ্য থাকে, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সবই তাহার আয়ত্তাধীন—সে ব্যাপারে কাহারও কোন কথা বলিবার নাই। লক্ষ লক্ষ আফিসের আসবাব ও সরঞ্জামাদি নির্ম্মিত হইয়াছে এই সমস্ত বনসম্পদ দ্বারা। দুই দুইটী মহাযুদ্ধে অনেক আবশ্যকীয় কাষ্ঠাদি সরবরাহ করিয়াছে এই বনসম্পদ। অল্প অল্প করিয়া কমিতে কমিতে সমস্ত সম্পদই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই ভারতের বনসম্পদ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—দেশের সযত্ন রক্ষিত আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান আর তত নাই যত ছিল কিছুদিন আগে। কাঠের দর পাইয়া এবং সভ্যতালোকে ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় অর্থের অভাবে অনেকে ফলন্ত বৃক্ষাদি নির্ম্মূল করিয়া বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় নৌকায়, নৌকায়, ষ্টিমারে, ষ্টিমারে, কাঠ চালান দেখিলেই অনুমিত হইবে যে মোদের দেশের বৃক্ষাদির সংখ্যা কত কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃক্ষ তো দূরের কথা বাঁশের দাম দেখিলেই বোঝা যায় বংশের বংশ নির্ব্বংশ হইতে বেশী দেরী নাই।

পল্লীগ্রামের মাঠে মাঠে কত অশ্বত্থ কত বটবৃক্ষ তলে কৃষক ও রাখালগণ মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ছায়া উপভোগ করিত। মাঠের পথের ধারে ধারে হিন্দু গৃহস্থগণের প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষতলে বসিয়া পথিক তাহার পথশ্রম দূর করিত। আজ আর সে সব দেখা যায় কি?

ভারত সরকার ভারতে পূর্ব্বের মত বনসম্পদ, ফলকর ও অন্যান্য বৃক্ষাদি রোপণ জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতেছেন। সরকার হইতেও বনসম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইতেছে। "রাজার বাড়ী হাজার ঢুলি। কেউ বাজায় কেউ ঢোলে কাঠি দিয়াই লাফায়।" আমরা উদ্যম দেখিয়া আর ভরসা করিতে পারি না। ফলাফল দেখিয়া তবে বাহবা দিব। তবে সরকারের ভরসা না করিয়া আমাদের ফরক্কা থানার অধিবাসিগণের মত নিজেরা চেষ্টা করার দোষ কি? সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।

মুর্শিদাবাদ জেলায়
বনমহোৎসব

মুর্শিদাবাদ জেলায় "বনমহোৎসব" জুলাই মাসের ১৫ই তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে এবং মুখ্যতঃ এক পক্ষকাল চলিবে। দূরাঞ্চলের ইউনিয়নগুলিতে পূর্ব্ব হইতেই গাছের বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ স্থানীয় কৃষি সহ-কারীর সহায়তায় সেই বীজ হইতে চারা গাছ উৎপন্ন করিবেন এবং এই উৎসব সময়ে তাহা নিজ এলাকার বিভিন্ন গ্রামে রোপণ করিবেন।

ইউনিয়নের প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষ হইতে কিছু কাজ করা হইলে এই মহোৎসব সার্থক হইবে। বাকী ইউনিয়নগুলির জন্য বন বিভাগীয় বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, মনিগ্রাম ও বাঞ্জেটিয়া নার্শারী হইতে চারা গাছ সরবরাহ করা হইবে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ নিজ এলাকায় চারা গাছ সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। নিকটস্থ সরকারী কৃষি-বিভাগীয় কর্ম্মিগণ আপনাদিগকে চারা গাছ পাইতে সহায়তা করিবেন। বনমহোৎসব উপলক্ষে যে চারা গাছটী রোপণ করিবেন তাকে সযত্নে পরি-রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করুন।

ভ্রম সংশোধন

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ইং ১৪ই জুন তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতের নিলামের দিন ভ্রমবশতঃ ১৯শে জুলাই, ১৯৫০ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু নিলামের তারিখ **১৮ই জুলাই, ১৯৫০** হইবে।

বনের আনন্দ ও মনের আনন্দ

—:o:—

স্বরাজ স্বরাজ ব'লে সব
ফাটিয়ে দিতিস্ গলারে,
স্বরাজ মিলে গেলেও তোদের
যায়নি মনের মলারে

যেতে অধীন, আসতে অধীন
সদাই অধীন তোরা—
অধীন দেশেও স্বাধীন ছিলাম
পরোয়া করি থোড়া।

সোনার গহনা পরে' মরিস
চোর ডাকাতের হাতে—
সোনার ফুলে কি ফল হবে
সুবাস নাই তাতে।
মানুষে সব ফুল গড়াবে
কত তোদের ভুল
মোদের গহনা বনে যোগায়
নিত্যি নূতন ফুল।
চাল থাকিতে অধীন তোরা
ভাত পাবি কেমনে?
গিন্নি বসে' জামা বুনে
ভাত রাঁধে বামুনে।
নাচা গাওয়া দেখবি যদি
আয় আমাদের কাছে—
আমরা বাজাই মাদল বাঁশী
বউ আমাদের নাচে।

শিকারের গান

চল্ শিকার করি,
বন্‌কে ঢুঁড়ি,
দুটো খরগোস, সজারু, গোধা
পক্ষী মারি।
আমি নেচে নেচে যাই,
আমি মাদল বাজাই,
লুফে লুফে পাকা পাকা
মহুয়া খিলাই।
আমি বৈঠ্‌কে মারি কাঁড়,
করি গিদ্দর শিকার,
হৈ হৈ হৈ ডাগ্‌ড়া বোড়া
ছাড়্ কাঁড়, ছাড়্
বিঁধেছে কাঁড় পড়েছে বোড়া
বলিহারী
চল্ শিকার করি
বন্‌কে ঢুঁড়ি
দুটো খরগোস সজারু গোধা
পক্ষী মারি।

[নিলামের ইস্তাহার পর পৃষ্ঠায় দেখুন।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার জের)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই জুলাই ১৯৫০

১৯৩৮ সালের ডিক্রীজারী

৩৭৩ থাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দিং দেং আকিয়াতুন্নেসা বিবি দাবি ৫৮।৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ৩-৬২ শতকের কাত ১৭।৵১০ আঃ ২৫৲ থং ১৬৭ রায়ত স্থিতিবান

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১৭৮ থাং ডিঃ আবুল হায়াত খাঁ চৌধুরী দিং দেং ভিক্ষু মণ্ডল দিং দাবি ১৯৫৸০ থানা ফরক্কা মৌজে বেওয়া ১-৫৬ শতকের কাত ১॥৫ ও শস্যের সিকি আঃ ১০০৲ থং ১৩৬২

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই আগষ্ট ১৯৫০

১৯৪০ সালের ডিক্রীজারী

১৬৯ থাং ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেং অজাগরী বারিক নাং পক্ষে অলি ভ্রাতা ও স্বয়ং সুধাংশুভূষণ বারিক দাবি ৯৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জাপুর ১২ শতকের কাত ।০ আঃ ৫৲ থং ৫২ মায় তদুপরিস্থিত চাল ছাপ্পর কপাট চৌকাঠ নওয়া জিমা সহ

১৯৪৫ সালের ডিক্রীজারী

৬৬ অন্য ডিঃ দোলগোবিন্দ দাস মৃতান্তে ওয়ারিশ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং সৌদামিনী দাসী দাবি ৭২।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জোতসুন্দর ১-৫১ শতকের কাত ৪৸৮ আঃ ২১৲ থং ৯৬ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩৩ শতকের কাত ৸৶৬ আঃ ৫৲ থং ৯৮ রায়ত স্থিতিবান

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

২০৩ থাং ডিঃ আবদুর রহামান বিশ্বাস দেং মহাম্মদ আলি সেখ দাবি ১৩।৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাজিমাটী ৪৯৸০ শতকের কাত ৯॥৵০ আঃ ৫৲ থং ১০ কোর্ফা স্বত্ব

২২ থাং ডিঃ রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় দেং শম্ভুনাথ সাহা নাঃ পক্ষে অলি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বয়ং সুরেন্দ্রনারায়ণ সাহা দাবি ৩৩৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেখালিপুর ৩।২॥০ জমির কাত ৩৶৬

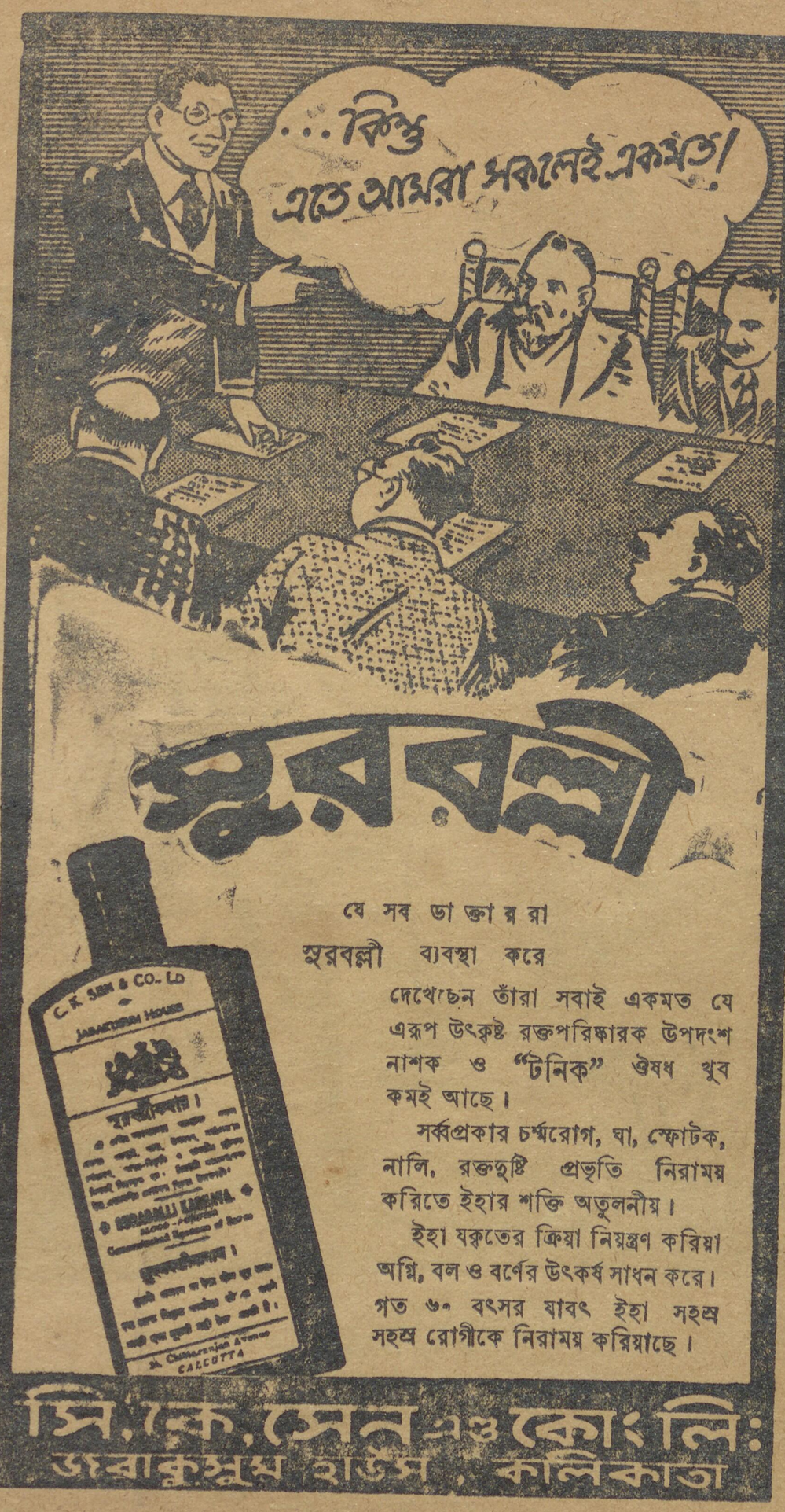

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত